গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-৭৫ তারিখঃ ০৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ।

সময় : ০৪:০০ টা

বিষয়ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ০৪ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখে প্রাপ্ত তথ্যে বিভিন্ন জেলায় অতি বৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। সংগৃহীত জেলা প্রশাসন, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন, এনডিআরসিসি এবং জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

০১। জামালপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, জামালপুর জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। ০৪-০৮-২০১৬ খ্রি: তারিখ যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ ঘাটে ০.০২ মিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৭০ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । জামালপুর জেলার ৭টি উপজেলার ৬২ টি ইউনিয়নের ১,৭৮,৩৯৩ টি পরিবারের ৩০১ টি ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণ নদী গর্ভে বিলীন এবং ৪,৩২৭ টি ঘর-বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া ফসল ২০,১৫০ হেক্টর সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, কাঁচা রাস্তা সম্পূর্ণ ৩১৭ কি: মি:, আংশিক ১,৫২২ কি: মি:, পাকা রাস্তা ১৭ কি: মি: সম্পূর্ণ, আংশিক ১০০.৬০ কি: মি:, বাঁধ সম্পূর্ণ ৬.০০ কি: মি: ও আংশিক ৫৮.৯০ কি: মি:, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ৯১২ টি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আংশিক ২৪৮ টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ পর্যন্ত বন্যার পানিতে ডুবে, বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ও সাপের কামড়ে ১৯ (উনিশ) জন নিহত হয়। ২০ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ২,০৮২টি পরিবারের ৯,৮১৪ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ৮১টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১,২১৭.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৫১,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ, ১০,৬৬৭ টি প্যাকেট শুকনা এবং গুড়সহ আটার রুটি ক্রয় ৩,৩০,০০০/- টাকার খাবার বিতরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত বন্যার পানিতে মোট ২০ (বিশ) জন নিহত হয়েছে)।

০২। মানিকগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মানিকগঞ্জ জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। পদ্মা নদীর পানি আরিচা পয়েন্টে বিপদ সীমার ০.১৪ মিটার উপর দিয়ে এবং কালিগংগা নদীর পানি ০.৯৮ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানিতে মানিকগঞ্জ জেলার ৬ টি উপজেলার ৪১টি ইউনিয়নের ৪৫,৪৫৪ টি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৭৬ টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩৭৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩২,০০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। বন্যার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যায় আক্রান্তদের মাঝে বিতরণের জন্য ৫০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩০,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ৫০০ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৩। রাজবাড়ী : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, রাজবাড়ী জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.৬৬ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজবাড়ী জেলার ৪ টি উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের ১২,৮৮৯ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দৌলতদিয়া ইউনিয়নের ৪০০ টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ

চলমান পাতা- ২

পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৯৫.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৭,৭৫,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ, ৪,৪৫,০০০/- টাকার শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। দূর্গতদের মাঝে বিতরণের জন্য ৩০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ২০,০০,০০০/- জিআর ক্যাশ, ৫,০০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৪। টাংগাইল : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, টাংগাইল জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। এখন যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমায় (বিপদ সীমা ১৩.৩০মিটার) প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানিতে টাংগাইল জেলার ৮ টি উপজেলার ৪৫টি ইউনিয়নের ৫০,৪০৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৬,৫৩০ হেক্টর জমির ফসল পানি নীচে নিমজ্জিত রয়েছে। ৫০,০০০ হাজার গবাদী পশু, ১০,০০,০০০ টি হাঁস-মুরগী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত বন্যায় ০১ জন শিশুসহ ০৩জন পানিতে ডুবে মারা যায়। উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ২৩০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১৭,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে ০১ জন শিশুসহ ০৩জন নিহত হয়েছে)।

০৫। ফরিদপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.৬৪ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফরিদপুর জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১৫,২৬৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ১৫৮টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এ পর্যন্ত জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে ০২ (দুই) জন নিহত হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ২৭০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫,৬০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ১,৩৩৬ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে ০২ (দুই) জন নিহত হয়েছে)।

০৬। শরিয়তপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, শরিয়তপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৬০ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। শরিয়তপুর জেলার ৩টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ৮,১৯৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ১,১৪৭টি পরিবার এবং ২ টি মসজিদ নদী গর্ভে বিলীন হয়। ১৬৯.১৪০ মে: টন জিআর চাল এবং ৭০০ টি প্যাকেট শুকনা খাবার নদী ভাংগন পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ১০০ বান্ডিল ঢেউটিন এবং ১০০.০০০ মে: টন জিআর চাল সরবরাহের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৭। মাদারীপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মাদারীপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি বিপদ সীমার ০.৪০ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যার ফলে ০৪টি উপজেলার ২১ টি ইউনিয়নের ৯৭ টি গ্রামের ৭,২৪২ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে নদী ভাংগন কবলিত গ্রাম রয়েছে ৪৪ টি। ১,৮১০ একর ফসলী জমির ফসল নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে ১,৮১৭ টি পরিবার এবং বন্যা কবলিত ৯,৩৬৩ একর জমি ক্ষতিগ্রস্থ হলে ৭,২৪২টি পরিবার ক্ষতির মুখে পরেছে। মাদারীপুর জেলার বন্যা ও নদী ভাংগন কবলিত পরিবারের মাঝে ৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৩,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে পার্শ্ববর্তী উঁচু স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। দূর্গতদের মাঝে বিতরণের জন্য ২০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ১০,০০,০০০/- জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

চলমান পাতা- ৩

০৮। কুড়িগ্রাম : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, কুড়িগ্রাম জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। অদ্য ০৪/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার ২.৬৪ মিটার নীচ দিয়ে, ধরলা নদীর পানি ০.৪৫ মিটার নীচ দিয়ে, ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার ০.২৮ মিটার নীচ দিয়ে এবং দুধকুমার নদীর পানি বিপদ সীমার ২.০২ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৯টি উপজেলার ৫৭টি ইউনিয়নের ৭২৮টি গ্রামের ১,২৫,১৭১ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদী ভাংগনে ৬,৫২২ টি ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ২০ টি ও আংশিক ২২৮টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যার পানিতে এ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) জন শিশুসহ ০৬ জন ও ৭৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে জিআর চাল ১,২৭৫.০০০ মে: টন জিআর ক্যাশ, ৩৮,০০,০০০/- টাকা ও ২,৯৮২ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে = (এ পর্যন্ত ০৫ জন শিশুসহ মোট ০৬ জন ও গবাদি পশু ৭৭ টি নিহত হয়েছে)।

০৯। নীলফামারী : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, নীলফামারী জেলায় তিস্তা নদীর পানি ০.৬০ মিটার বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নীলফামারী জেলার ২টি উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামের ১৯,২০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ঘর-বাড়ী ১,৮৬৩ টি সম্পূর্ণ ও ৭ কি: মি: রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দুটি উপজেলার পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ২,৫০০ টি শুকনা খাবারের প্যাকেট, ৪০৯.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১২,৩০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৪২টি নলকূপ, ১০৩ টি অস্থায়ী ল্যাট্রিন, ১১৭৫০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৩০ কেজি ব্লিচিং পাউডার ও ৩৫০ টি জেরিকেন ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য ৩,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ বাবদ ৯০,০০,০০০/- টাকা, ইঞ্জিন চালিত নৌকা ক্রয় বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা অথবা পরিবহন ও উদ্ধারের জন্য ১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১০। লালমনিরহাট : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, লালমনিরহাট জেলার তিস্তা নদীর ডালিয়া পয়েন্টে বিপদ সীমার ০.৫৫ মিটার নীচ দিয়ে এবং ধরলা নদীর কুড়িগ্রাম পয়েন্টে বিপদ সীমার ০.৪৫ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অত্র জেলায় ৫টি উপজেলার ২৬ টি ইউনিয়নের ৪৯,৮৬০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ ছাড়া মোট ৭৯০টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৬৯৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৮,৫০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ২,৭৫০ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য আরো ১০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৫,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ এবং ২,৫০,০০০/- টাকা পরিবহন ব্যয়ে এবং ২৫০ বান্ডিল ঢেউটিনের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১১। গাইবান্ধা : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, গাইবান্ধা জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার ০.১৫ মিটার নীচ দিয়ে, ঘাঘত নদীর পানি বিপদ সীমার ০.২০ মিটার নীচ দিয়ে, করতোয়া নদীর পানি বিপদ সীমার ১.৮৭ মিটার নীচ দিয়ে এবং তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার ১.০৮ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ০৪টি উপজেলার ৩৩টি ইউনিয়নের ২৩৪টি গ্রামের ৫৩,৫২০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় পাঠদান হতে বিরত রয়েছে। বেলি ব্রীজ ১টি, কাঁচা রাস্তা ১৮৯ কি: মি: আংশিক, পাকা রাস্তা ১৯ কি: মি: আংশিক, ফসল নিমজ্জিত ৩,৪৪৯ হেক্টর ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ৩০০ মিটার বাঁধ সম্পূর্ণ ভেংগে নতুন নতুন এলাকা বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত বন্যার পানিতে ডুবে ০৯ জন, ১২ টি ছাগল, ৫টি গরু মারা যায় এবং ৬০৫ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায়। পানি বন্দি পরিবারের মধ্যে ৭৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও

চলমান পাতা- ৪